بسم الله الرحمن الرحيم

লণ্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৬শে নভেম্বর, ২০০৪ মোতাবেক ২৬শে নবুয়্যত, ১৩৮৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (সূরা আত্ তওবা: ১০৪)

অর্থাৎ, তারা কি জানে না যে, একমাত্র আল্লাহ্ই তাঁর বান্দাদের তওবা গ্রহণ করেন এবং সদকাসমূহ গ্রহণ করেন আর নিশ্চই আল্লাহ্ তা'লাই সদয় দৃষ্টিপাতকারী এবং বার বার কৃপাকারী?

কয়েক জুমু'আ পূর্বে আমি যখন তাহ্রীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দিয়েছিলাম তখন আমি এই উপমাও দিয়েছিলাম যে, কোন কোন নিঃসন্তান মহিলা তাদের (অনাগত) সন্তানদের পক্ষেও চাঁদা দিতে আরম্ভ করেন; দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই, তিন বা চার সন্তানের পক্ষে চাঁদা দিলে আল্লাহ্ তা'লা আপন অনুগ্রহে ততগুলো সন্তানই দান করেছে। এবিষয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ কিছু চিঠিপত্র এসেছে যে, আপনি বলেছিলেন, যাদের সন্তান হয় না তারা যদি নিজেদের সন্তানদের পক্ষ থেকে চাঁদা দিতে আরম্ভ করেন তাহলে অবশ্যই সন্তান লাভ করবেন। এছাড়া (আপনি) আমাদের সন্তানদের নামও রেখে দিন যাতে আমরা তাদের পক্ষ থেকে চাঁদা দেয়া শুরু করতে পারি কেননা, নাম ছাড়া চাঁদা দেয়া যায় না। (এ বিষয়ে) প্রথম কথা হলো, আমি ঘুণাক্ষরেও একথা বলি নি যে, অবশ্যই সন্তান হবে। আমি বলেছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা কোন কোন মানুষকে দোয়া, সদকা এবং চাঁদার কল্যাণে তৎক্ষণাৎ (এই) দৃশ্য দেখান যে, আহমদীদের সাথে আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যবহারও করেন। আমি কিভাবে সে কথা বলতে পারি যা বলার অধিকারই আমার নেই? যে বিষয় আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তো বলেন, আমি মানুষকে পুত্রও দান করি, কন্যা সন্তানও দান করি। কাউকে আবার উভয়টিই দান করি আর কেউ কেউ বন্ধ্যা হয়ে থাকে যাদের পরিবারে কোন সন্তানই হয় না। কাজেই, যা আমি বলি নি আর যা আল্লাহ্ তা'লার স্পষ্ট বিধান পরিপন্থী এমন কোন কথা আমার প্রতি আরোপ করবেন না। তাই প্রথমতঃ মনোযোগ দিয়ে কথা শোনা উচিত এছাড়া যদি লিখতে হয় তাহলে ভেবে চিন্তে সত্যায়ন করিয়ে তারপর চিঠিতে লিখুন।

এরপরের অনুরোধ, চাঁদা দেয়ার জন্য (বাচ্চার) নাম রেখে দিন, এটিও আবশ্যক নয়। যারা স্বইচ্ছায় নিজেদের সন্তানদের পক্ষ থেকে চাঁদা দিতে চান তারা সন্তানদের পক্ষে লিখে চাঁদা দিতে পারেন। আর এ বিষয়টিও শুধুমাত্র তাহ্রীকে জাদীদ, ওয়াক্ফে জাদীদ অথবা বিশেষ কোন চাঁদার বরাতে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ এবং ব্যবহার সম্পর্কিত নয়। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সাথে আল্লাহ্ তা'লার

ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কিছুদিন পূর্বে একজন আমাকে লিখছে, আমাদের পরিবারে সন্তান হচ্ছিল না তাই চিকিৎসা করানোর চেষ্টা করেছি। এর চিকিৎসা খরচ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল। এ চিকিৎসা কয়েক হাজার ইউরো ব্যয়সাপেক্ষ ছিল তাই (তার) স্বামী বলল, চিকিৎসার পেছনে আমি এত বড় অঙ্ক খরচ করবো না তার চেয়ে ভালো মসজিদের জন্য চাঁদা দিয়ে দেবো তাহলে হয়ত আল্লাহ্ তা'লা এর কল্যাণেই আমাদেরকে সন্তান দান করবেন। তাই তারা (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী) এই অর্থ মসজিদের জন্য দিয়ে দেন। আর এখন আল্লাহ্ তা'লা অনেক বছর পরে তাদেরকে সন্তানের শুভসংবাদ দান করেছেন। আর তাও একটি নয়; জময সন্তান আসতে যাচ্ছে। অতএব, এটিও বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিরাপদে সন্তান দান করুন।

বান্দাদের প্রতি খোদা তা'লার এই যে ব্যবহার, কারও কোন কাজ তাঁর ভালো লেগে যায়, কারও কোন বিষয় তিনি পছন্দ করেন তাই (তার প্রতি) অনুগ্রহ করেন। কখনো কোন শর্ত আরোপ করে তার ওপর গোঁ ধরে বসে থাকা উচিত নয়। কেননা অনেক সময় এটিও ঈমানের জন্য স্খলনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এখন এই দম্পতির ঈমানের অবস্থাই দেখুন! তারা বলে নি যে, মসজিদের চাঁদা দিব তাহলে আমাদের পরিবারে অবশ্যই সন্তান হবে। বরং তারা বলেছিল, চাঁদা দাও; আল্লাহ্ তা'লা সন্তান দিতে চাইলে কোন চিকিৎসা ছাড়া এমনিতেই দান করবেন। অতএব, যেমনটি আমি বলেছি, প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার এমন। কাজেই, কখনো চাঁদা বা সদকা দিয়ে এবিষয়ে শতভাগ গোঁ ধরে বসে থাকা উচিত নয় যে, এখন আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই আমাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে আমাদের এই দোয়া এবং ইচ্ছা পূরণ করবেন।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি দোয়া, সদকা কবুল করি কিন্তু সেসব বান্দার যারা আমার প্রতি বিনত হয়, নিজের সকল দুর্বলতা ও অকর্মন্যতা থেকে ভবিষ্যতে মুক্ত থাকার অঙ্গীকার করে। কেননা, যারা এভাবে আল্লাহ্ তা'লাকে পাবার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে, তাঁর পানে ধাবিত হওয়ার চেষ্টা করে; যেমনটি হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, বান্দা যদি এক পা এগিয়ে আসে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা দু'পা এগিয়ে আসেন আর দ্রুত এগিয়ে এলে (আল্লাহ্) দৌঁড়ে আসেন। মোদ্দাকথা, আল্লাহ্ তা'লা যখন লক্ষ্য করেন যে, বান্দা তার পানে অগ্রসর হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু পরম দয়ালু; তাই বান্দা যখন নিষ্ঠার সাথে তাঁর প্রতি বিনত হয় তখন ত্বরিৎ স্বীয় দয়ার বৈশিষ্ট্যকে উদ্বেলিত করেন কেননা, তিনি তো এই অপেক্ষায় থাকেন যে, কখন আমার বান্দা দোয়া ও সদকার মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করবে। কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, এটি আবশ্যক নয় যে আকাঙ্ক্ষা অনুসারে কাজ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা তাৎক্ষণিকভাবে বান্দার ইচ্ছাপূরণ না করলেও বান্দার দোয়া ও সদকা কবুল করেন আর অন্যান্য উপায়ে পরবর্তী সময়ে বুঝা যায় যে, এটি আমার দোয়ার ফলাফল। বিভিন্ন আঙ্গিকে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। কাজেই, আমাদের কাজ হলো– বিনা শর্তে (এবং) নিষ্ঠার সাথে তাঁর পথে কুরবানী করতে থাকা। আর যেমনটি তিনি বলেছেন, সদকা, খয়রাত এবং তওবা করতে

থাকুন, দোয়ার ওপর জোর দিন; তাঁর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করুন। আমাদের কাজ যেন কেবল এটিই হয় যে, তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে হবে। সদকা, খয়রাত ও চাঁদা প্রদানের পর আমাদের মাঝে কখনো কোন প্রকার দম্ভ, অহংকার অথবা লোক দেখানো ভাব প্রকাশ পাওয়া সমীচীন নয় বরং বিনয়ের সাথে সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার সমীপে ঝুঁকে থাকুন।

মহানবী (সা.) বলেছেন, **আল্লাহ্ তা'লা খুবই লজ্জাশীল, পরম দয়ালু ও বদান্যশীল। বান্দা যখন তাঁর দরবারে হাত তুলেন তখন তিনি তাদেরকে ব্যর্থ ও রিক্তহস্তে ফিরিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন।** **(আবু দাঊদ, আবওয়াবুল্ বিত্‌র, বাবুদ দু'আ)** কাজেই, বান্দা যখন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের খাতিরে দোয়া করে, সদকা ও খয়রাত করে, শুধুমাত্র তাঁর নৈকট্য লাভ এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর পথে ব্যয় করে। আর আল্লাহ্ তা'লার কোন কোন গুণে গুণান্বিত হওয়ার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু তাঁর সকল গুণে সম্পূর্ণ তাই বান্দাকে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত কোন কাজের প্রতিদান দিবেন না, তার দোয়া গ্রহণ করবেন না; তা কীভাবে সম্ভব? তবে এটি আবশ্যক নয় যে, আমাদের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী সেই প্রতিদান পাওয়া যাবে। কাজেই, মহানবী (সা.) বলেন, তুমি কখনো একথা ভেবো না যে, আল্লাহ্ তা'লা বান্দাকে রিক্তহস্তে ফিরিয়ে দিবেন। তুমি নিষ্ঠার সাথে তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি কখনো তা প্রত্যাখ্যান করবেন না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে নিষ্ঠার সাথে তাঁর সমীপে বিনত হওয়ার, তাঁর সন্তোষভাজন হওয়ার এবং তাঁরই (সন্তুষ্টির) খাতিরে কুরবানী করার সৌভাগ্য দান করুন। আর কোন প্রকার শর্ত আরোপ করে আমরা যেন চাঁদা অথবা সদকা-খয়রাত না করি।

সদকা, খয়রাত এবং দোয়া সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করছি।

সাঈদ বিন আবী বুরাদাহ্ (রা.) তার পিতা এবং দাদার বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, **মহানবী (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সদকা দেওয়া আবশ্যক। একথা শুনে সাহাবীরা (রা.) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! যার কাছে কিছু নেই সে কী করবে? উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, সে স্বহস্তে কাজ করবে। (ফলে) সে নিজেও লাভবান হবে এবং সদকাও দিবে। তারা নিবেদন করেন, সে যদি এর সামর্থ্য না রাখে; তাহলে? মহানবী (সা.) বলেন, তাহলে সে তার কোন অভাবী নিকটাত্মীয়কে সাহায্য করবে। সাহাবীরা (রা.) নিবেদন করেন, কেউ যদি এই সামর্থ্যও না থাকে? উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, তবে সে যেন ন্যায়সঙ্গত বিষয়ের ওপর আমল করে, এর ওপর অনুশীলন করে এবং মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকে; এটিই তার জন্য সদকাস্বরূপ।** **(বুখারী, কিতাবুয্ যাকাত, বাবু 'আলা কুল্লি মুসলিমিন সাদাকাতুন ফামাল্লাম ইয়াজিদ ফালইয়া'মাল বিল মা'রূফ)**

এ সবকিছুর কারণ হলো, কুরবানীর স্পৃহা যেন জাগে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা থাকে। এক্ষেত্রে সাহাবীদের বৈশিষ্ট্য কি ছিল। (এক্ষেত্রে) তাদেরও বিস্ময়কর চিত্র পরিদৃষ্ট হয়।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, একজন বলেন, আমি অবশ্যই সদকা করব। অতএব, সে তার সদকার মাল নিয়ে বাড়ি থেকে

বের হয় আর এক চোরের হাতে তুলে দেয় (রাতের আঁধারে সে বুঝে উঠতে পারে নি তাই চোরের হাতে তুলে দেয়)। সকালবেলা মানুষজন পরষ্পর বলাবলি করছিল যে, এক চোরকে সদকা দেয়া হয়েছে! তখন সেই ব্যক্তি বলে, হে খোদা! সকল প্রশংসা কেবল তোমারই প্রাপ্য। আমি অবশ্যই সদকা করবো। অতঃপর সে তার সদকার মাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে আর সেই রাতেও একজন পতিতার সাথে দেখা হয় এবং তাকে সদকা দিয়ে দেয়। পরদিন সকালে লোকজন পুনরায় একই কথা বলতে থাকে, আজ রাতে একজন পতিতাকে সদকা দেয়া হয়েছে! তখন সেই ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহ্! সকল প্রশংসা কেবল তোমারই প্রাপ্য। আমি কি একজন পতিতাকে সদকা দিয়ে এসেছে? এবার আমি অবশ্যই পুনরায় সদকা করবো। অতএব, সে সদকার মাল নিয়ে বের হয় আর এবারও অপাত্রে দান করে। অর্থাৎ একজন ধনাঢ্য, বিত্তশালী ও স্বচ্ছল ব্যক্তিকে সদকা দিয়ে দেয়। এরপর লোকেরা সকালে নিজেরা একথাই বলাবলি করছিল, আজ রাতে এক ধনী ব্যক্তিকে সদকা দেয়া হয়েছে। তখন সেই ব্যক্তি বললো, (হে খোদা!) সকল প্রশংসা কেবল তোমারই প্রাপ্য। আমি প্রথমে এক চোরকে, তারপর এক পতিতাকে এরপর একজন স্বচ্ছল ব্যক্তিকে সদকার সম্পদ দিয়েছি। একারণে সে ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিল এবং আক্ষেপ করছিল। তখনই তার কাছে এক ব্যক্তি এসে বলে, তোমার চোরকে সদকা দেয়ার ফলে হতে পারে সে সদকা পাওয়ার পরে চুরি থেকে বিরত হবে। আর পতিতার যতটুকু সম্পর্ক, হতে পারে সে ব্যভিচার থেকে বিরত হবে। আর ধনী ব্যক্তির যতটুকু সম্পর্ক– হতে পারে তোমার এই কাজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে আর আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ থেকে সে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করতে আরম্ভ করবে। **(বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাবু ইযা তাসাদ্দাকা 'আলা গাণিয়্যিন ওয়া হুয়া লা ইয়া'লাম)**

কাজেই, মহানবী (সা.)-এর কথা শুনে যে, অবশ্যই সদকা দেয়া উচিত। সাহাবীরা এই চেষ্টায় রত থাকতেন আর কখনো কখনো অপাত্রেও সদকা দিয়ে ফেলতেন। তারা এ নিয়ে ভাবতেন না যে, এথেকে আমাদের কিছু পেতে হবে। তাদের একটিই চিন্তা ছিল যে, খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। রাতের আঁধারেও এজন্যই বের হতেন যেন কেউ জানতে না পারে এবং এমন যেন মনে না হয় যে, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সদকা বা সম্পদ খরচ করা হচ্ছে। বরং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই কাজ করতে চাইতেন। কাজেই, সেই ব্যক্তির অস্থিরতা লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'লা তাকে প্রবোধ দেয়ার উদ্দেশ্যে বলেন, এটি মনে করো না যে, তোমার সদকা যদি সঠিক লোকের কাছে না পৌঁছায় তাহলে তুমি তার প্রতিদান লাভ করবে না। বরং এরও প্রতিদান রয়েছে কেননা, হতে পারে এ কারণে– যাদের কাছে তোমার সদকা পৌঁছেছে তাদের সংশোধন হয়ে যাবে। মোটকথা, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর উদ্দেশ্যে কৃত কোন কাজকেই প্রতিদান বিহীন রাখেন না।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি একটি কুকুরকে প্রচণ্ড পিপাসার কারণে মাটি চাটতে দেখে। (তখন) সে তার মোজা খুলে তাতে করে পানি তুলতে থাকে এমনকি সে কুকুরটিকে পরিতৃপ্ত করে। সে ভালোভাবে কুকুরের

পিপাসা নিবারণ করে। এজন্য খোদা তা'লা তার বান্দার এই (সৎকর্মের) মূল্যায়ন করেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেন। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৫২১, বৈরুত থেকে প্রকাশিত)**

(কোন) লোভ-লালসা ছাড়া প্রয়োজন ও দয়ার প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে যখন কুকুরকেও পানি পান করানো হয় তখন আল্লাহ্ তা'লা এরও প্রতিদান দিয়েছেন। আর এসবই আল্লাহ্ তা'লার করুণার বহিঃপ্রকাশ। বান্দা তাঁর সৃষ্টির প্রতি যেমন ব্যবহার করে আল্লাহ্ তা'লাও তার সাথে একই ব্যবহার করেন।

এরপর সদকা সম্পর্কেই মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণীদের ব্যাপারে একটি চমৎকার রেওয়ায়েত এসেছে। তাদেরও কীরূপ আকাঙ্ক্ষা হতো, অর্থাৎ কীভাবে মহানবী (সা.)-এর সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করা যায়। এছাড়া এই বাসনাও ছিল যে, আমাদের আগে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু হলে আমরাও যেন অতিশীঘ্র তাঁর (সা.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হতে পারি। এজন্য একবার তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করেন, আমাদের মধ্যে সবার আগে কে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করবে বা মিলিত হবে? এর উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, যার হাত সবচেয়ে লম্বা তিনি। এরপর পবিত্র সহধর্মিণীরা তাদের হাত মাপতে আরম্ভ করেন। (তাদের মধ্যে) হযরত সওদা (রা.) সবচেয়ে লম্বা হাতের অধিকারিনী ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, পরবর্তীতে আমরা লম্বা হাতের তাৎপর্য কি তা জানতে পারি। এর অর্থ হলো, যে ব্যাপকহারে– অনেক বেশি সদকা করেন। কারণ তিনিই সদকা দিতেন এবং সদকা দেয়া পছন্দ করতেন। আর পবিত্র সহধর্মিণীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মহানবী (সা.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হন। **(বুখারী, কিতাবুয্ যাকাত, বাবু ফাযলু সাদাকাতিশ্ শাহীহিস সহীহি)**

কাজেই, তিনি (সা.) স্পষ্টভাবে একথা বলেন নি যে, সদকা ও দান-খয়রাতকারিনী সর্বপ্রথমে (গিয়ে) আমার সাথে মিলিত হবে বরং ইঙ্গিতে বলে দিয়েছেন, কেননা সে-ই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে যে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে অনেক বেশি সদকা ও দান-খয়রাত করেন। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, কেউ কম করে আবার কেউবা বেশি করে। যদিও মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণীরা অনেক বেশি সদকা করতেন।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, সদকা খোদা তা'লার ক্রোধকে প্রশমিত করে এবং অপমৃত্যু টলিয়ে দেয়। **(তিরমিযী, কিতাবুয যাকাত, বাবু মা জাআ ফী ফাযলিস সাদাকা)** অতএব, কোন কিছু লাভ করার উদ্দেশ্যে নয় বরং পাপের কারণে ধৃত হওয়া থেকে বাঁচার জন্যও সদকা এবং খয়রাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, অর্ধেক খেজুর ব্যয় করার সামর্থ্য থাকলেও তা সদকা করে হলেও (দোযখের) আগুন থেকে মুক্ত থাকো। **(বুখারী, কিতাবুয্ যাকাত, বাবু ইত্তাকুন্নারা ওয়া লাও বিশিক্কি তামারাতিন)** অর্থাৎ, পরিমাণে অল্প হলেও সদকা দাও যেন আল্লাহ্ তা'লা তোমার পাপ

ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই সদকা দেয়া উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"সকল ধর্ম এবিষয়ে একমত, সদকা-খয়রাতের ফলে বিপদ টলে যায়। আর আসন্ন বিপদাপদ সম্পর্কে খোদা তা'লা যদি আগাম সংবাদ দেন তবে তা সতর্কতামূলক ভবিষ্যদ্বাণী। কাজেই, সদকা-খয়রাত এবং তওবা আর খোদা তা'লার প্রতি বিনত হওয়ার মাধ্যমে সতর্কতামূলক ভবিষ্যদ্বাণীও টলে যায়।"** অর্থাৎ, নবী-রসূলের পক্ষ থেকে সতর্কতামূলক ভবিষ্যদ্বাণী করা হলে তাও টলতে পারে। **"এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রসূল একথা বিশ্বাস করেন যে, সদকা-খয়রাতের মাধ্যমে বিপদাপদ টলে যায়। হিন্দুরাও বিপদের সময় সদকা-খয়রাত করে।"** অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি যাদের এরূপ গভীর বিশ্বাস নেই তারাও সদকা দেয়। **"বিপদ যদি এমন কোন জিনিষ হয় যা টলতে পারে না তাহলে সদকা-খয়রাত সবই নিরর্থক প্রতীয়মান হয়।"** **(মলফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৭৬-১৭৭, বদর, ২১শে মার্চ, ১৯০৭)**

এখানে তিনি (আ.) একথা বলছেন যে, সদকা ও খয়রাতের ফলে বিপদাপদ কেটে যায়। যেমনটি আমি বলেছি, তওবা, দোয়া, সদকা ও খয়রাতের ফলে বিপদাপদ দূর হয়ে যায়। বরং বলেছেন, কোন জাতির অবস্থা লক্ষ্য করে নবী-রসূলদের পক্ষ থেকেও যদি তাদের ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, তাদের সতর্ক করা হয়, কেননা একজন নবী যা কিছু জানান তা মূলতঃ ঐশী সংবাদ। জাতির লোকেরা যদি দোয়া, সদকা ও খয়রাত করে অথবা তাঁর প্রতি বিনত হয় তাহলে সেসব ভবিষ্যদ্বাণীও টলে যায়। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সরাসরি সংবাদ লাভ করে কৃত নবী-রসূলদের ভবিষ্যদ্বাণী যদি টলতে পারে তাহলে সাধারণ ক্ষেত্রে মানুষের যেসব বিপদাপদ হয় তা সদকা ও খয়রাতের কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে অবশ্যই দূর করে দেন।

দোয়া এবং সদকা-খয়রাতের মাঝে পারস্পরিক এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। আল্লাহ্ তা'লার বান্দা যখন একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর সমীপে ঝুঁকে এবং তাঁর কাছে মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তিনিও তার প্রতি দয়া ও কৃপাদৃষ্টি দেন। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **খোদা তা'লার ইচ্ছা হলো, কোন ব্যক্তি যদি তওবা, এস্তেগফার অথবা দোয়া কিংবা সদকা-খয়রাত করে তাহলে বিপদাপদ দূর করে দেওয়া হয়।**

দোয়ার পাশাপাশি সদকা ও খয়রাতের প্রতি মনোযোগ দিন অথবা সদকা ও খয়রাতের পাশাপাশি দোয়ার প্রতি জোর দিন, কেননা কেউ কেউ শুধু সদকা দেয়, এটি তাদের সহজ মনে হয়। নামায এবং দোয়ার প্রতি মনোযোগ কম দেয়। দু'টি বিষয়কে যদি একত্রিত করে নেন তাহলে আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত আপন অনুগ্রহ করেন। যেমনটি আমি বলেছি, অনেকে সদকা ও খয়রাত করে ঠিকই কিন্তু এটি এই নির্দেশের একটি অংশমাত্র। ঠিক আছে, আল্লাহ্ তা'লা মালিক (বা সর্বাধিপতি)। তিনি তাঁর বান্দাকে যেকোন উপায়েই ক্ষমা করতে পারেন কিন্তু এটিও তাঁর নির্দেশ, আমার সকল নির্দেশ পালন

করে আমার সমীপে বিনত হও এবং আমার কাছে দোয়া প্রার্থনা করো। কারণ আমি মানুষের দোয়া শুনি। যেমনটি তিনি বলেন, أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (সূরা আল্ বাকারা: ১৮৭) অর্থাৎ, আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমাকে ডাকে; কিন্তু বান্দারও দায়িত্ব হলো, আল্লাহ্‌র নির্দেশনা অনুযায়ী তাঁকে ডাকা। কেননা, তিনি বলেন فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي (সূরা আল্ বাকারা: ১৮৭) তাঁর দায়িত্ব হলো, সেও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়; আমার প্রতি ঈমান আনে আর এর ফলাফল কী হবে? لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (সূরা আল্ বাকারা: ১৮৭) অর্থাৎ, সে হিদায়াত লাভ করবে।

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার সাথে এই দোয়ার সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য, হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার লক্ষ্যে এবং তাঁর অনুগ্রহরাজি অর্জন করার জন্য সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার সকল আদেশ-নিষেধ পালন করার চেষ্টা করা উচিত। এভাবে যখন দোয়ার সাথে বিধি-নিষেধ পালন করে সদকা ও খয়রাত করবে, চাঁদা প্রদান করবে তখন আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাদের দোয়াও শুনবেন এবং এসব কুরবানীও গ্রহণ করবেন।

কিন্তু কোন কোন মানুষের এই ধারণাও হয়। আমি একথাও বলে দিচ্ছি, এমনও কিছু মানুষ রয়েছে যাদের স্বয়ং দোয়ার প্রতি মনোযোগ থাকে না। অন্যান্য বিধি-বিধানও কখনো পালন করে তো কখনো করে না। সদকা ও খয়রাত বা চাঁদা ইত্যাদি কখনো দিলেও তা নিতান্তই অনাগ্রহে (দেয়)। তবে, বিপদকালে বুযূর্গদের অথবা যুগ-খলীফাকে দোয়ার জন্য লিখে একথা মনে করে যে, এখন আমাদের এই কাজ অবশ্যই হয়ে যাওয়া উচিত। (বিষয়টি এমন) যেন এই দায়িত্ব আমরা তাঁর ওপরে সোপর্দ করেছি, এখন তিনি কীভাবে প্রার্থনা করবেন এটি তাঁর দায়িত্ব– আমাদের কাজ সম্পন্ন হওয়া চাই। এমন পাগলও রয়েছে, (তাদের) এমন চিঠিপত্র আসে যাতে আমাকে রীতিমত কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোন না কোন উদ্ধৃতি লিখে তার মনগড়া ব্যাখ্যা করে, (আর বলে) এত দিন হয়ে গেল আপনাকে দোয়ার জন্য লিখে যাচ্ছি অথচ এখনো আমার কাজ হলো না। আমার জন্য দোয়া করা আপনার কর্তব্য আর নিজের দায়িত্বের প্রতি আপনার দৃষ্টি দেয়া উচিত। রীতিমত ধমক দেওয়া হয়।

আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)'র একটি উদ্ধৃতি পেয়েছি, যা থেকে আমি জানতে পেরেছি যে, চিন্তার কোন কারণ নেই; এসব পাগল কেবল বর্তমানেই নয় বরং প্রত্যেক যুগেই থাকে। এটি খুব ভালো একটি উদ্ধৃতি। মনে হয় কোন সময় তাঁর (রা.)-এর সাথেও কখনো এমন কেউ এরকম কোন কথা বলেছিল যার প্রেক্ষিতে তিনি (রা.) খুতবাতে বলেছিলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, **"কোন কোন মানুষ আমাকে দোয়ার জন্য এমনভাবে বলে মনে হয়, আমি খোদা তা'লার এজেন্ট আর যে করেই হোক তাদের কাজ করিয়ে**

দিব। ভালো ভাবে স্মরণ রাখো, আমি (কোন) এজেন্ট নই। আমি আল্লাহ্ তা'লার এক অধম বান্দা।" আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)'র উত্তর এজন্য পাঠ করছি কেননা, আমার পক্ষ থেকেও তাদের জন্য একই উত্তর। **"হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'লার সামনে আকুতি-মিনতি করা আমার কাজ।"** অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, **"কিন্তু জামাতের কোন কোন মানুষ দোয়ার আবেদনের ক্ষেত্রেও শির্‌ক- এর সীমায় পৌঁছে যায়। স্মরণ রেখ! আল্লাহ্ তা'লা ভিন্ন তোমাদের কোন উপাস্য নেই, তোমাদের কোন কার্যনির্বাহক নেই; অদৃশ্যের সংবাদ আমি জানি না। আমি ফিরিশ্‌তাও নই আর আমার মাঝে ফিরিশ্‌তাও বলে না। আল্লাহ্ তা'লাই তোমাদের উপাস্য। গোপন কিংবা প্রকাশ্য বিষয়ে তুমি, আমি, আমরা সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী। তাঁর ক্ষমতা সুদূরপ্রসারী এবং আধিপত্য সুবিশাল। তিনি যা চান করে দেখান।"** অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, **"(একমাত্র) খোদা তা'লার জ্ঞানই পরিপূর্ণ। তাঁর আধিপত্য একচ্ছত্র। তাঁর সমীপে সিজদা করো। তাঁর কাছেই দোয়া প্রার্থনা করো। রোযা, নামায, দোয়া, ওযিফা, তওয়াফ, সিজদা, কুরবানী (এগুলো) আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো উদ্দেশ্যে বৈধ নয়।"** এরপর কেউ কেউ, আল্লাহ্‌র ফযলে তারা জামাতের সদস্য না হলেও মাঝে মাঝে এমন অভিযোগ করে যে, কোন কোন মহিলা দুর্বলতা প্রদর্শন করে। যাকে দিয়ে দোয়া করায় এমন ব্যক্তির প্রতি তারা এতটাই বিশ্বাস রাখে আর মনে করে, একমাত্র তাঁর মাধ্যমেই দোয়া ঊর্ধ্বলোকে যাবে। দোয়ার যদি কোন মাধ্যম থেকে থাকে তবে তিনি হলেন একমাত্র মহানবী (সা.)। এছাড়া অন্য কোন মাধ্যম নেই। তাই (তাঁর প্রতি) দরূদ প্রেরণ করা উচিত।

তিনি (রা.) আরও বলেন, **"অবিশ্বাসী দুষ্টু প্রকৃতির লোকেরা মানুষের মাঝে শির্‌ক এর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। তারা বলে, সমাধিক্ষেত্রে যাও আর কবরে সমাহিতদের বলো, তুমি আমাদের জন্য খোদা তা'লার সমীপে প্রার্থনা করো।"** আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের সদস্যরা কবরবাসীদের কাছে যায় না ঠিকই কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, কেউ কেউ জীবিতদের কাছে গিয়ে ধর্না ধরে আর মনে করে, ইনি ছাড়া আমাদের কাজ হবে না। আমি এ সম্পর্কে একবার স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছি। তিনি (রা.) বলেন, **"ইসলাম আমাদেরকে এ ধরনের দোয়া শেখায় নি।"** **(খুতবাতে নূর, পৃষ্ঠা: ৫০৬)**

কাজেই মনে রাখবেন, প্রথম কথা হলো, যাকে দিয়ে দোয়া করানো হয় তার প্রতি আস্থা রাখা উচিত কেননা, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দোয়া শোনেন; কিন্তু এর আগে নিজের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। নিজের অবস্থাও পরিবর্তন করতে হবে, কেননা এভাবে প্রার্থনাকারী, যাকে দিয়ে দোয়া করানো হয় তাকে পরীক্ষায় ফেলবেন না। নিজেও আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হতে হবে। যখন দু'জনের দোয়া একসাথে মিলিত হবে অর্থাৎ যিনি দোয়া করান তার এবং দোয়াকারী উভয়ের দোয়া যখন একত্রিত হবে তখন তা আল্লাহ্ তা'লার দয়াকে উদ্বেলিত করবে। আর যেমনটি আমি আগেও বলেছি, কখনো কখনো আল্লাহ্ তা'লা অন্য কোন আঙ্গিকে দোয়া গ্রহণ করেন। যেভাবে বান্দা চাইছে সেভাবেই গ্রহণ করা আবশ্যক নয়।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **“দোয়ার সাথে তকদীরের বা নিয়তির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। দোয়ার সুবাদে মু'আল্লাক তকদীর টলে যায়। বিপদ-আপদ দেখা দিলে দোয়া অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে। যারা দোয়াকে অস্বীকার করে তারা এক প্রকার ধোঁকায় নিপতিত। পবিত্র কুরআন দোয়ার দু'টি দিক বর্ণনা করেছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (বিধান) মানাতে চান আর অপরদিকে বান্দার আকুতি গ্রহণ করেন। وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ** (সূরা আল্ বাকারা: ১৫৬)” (আল্লাহ্ তা'লা বলেন,) আমি তো আমার দায়িত্ব পালন করেছি। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ভয়ভীতি ও ক্ষুধার মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করব। বলেছেন, এখানে নিজের অধিকার খাটিয়ে মানাতে চেষ্টা করেন। আর নূনে সাকিলার মাধ্যমে যে গুরুত্ব প্রকাশ করেছে এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় হলো, তকদীরে মুবরাম (বা অটল তকদীর) প্রকাশ করবেন। কাজেই إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ (সূরা আল্ বাকারা: ১৫৭) হলো এর সমাধান। আর অন্য সময়ে আল্লাহ্ তা'লা যখন (তাঁর নির্দেশ) মানাতে চান তখন এটিই এর সমাধান। অতঃপর তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকো। আরও বলেন, **“অন্য সময়টি খোদা তা'লার আশিস ও করুণার তরঙ্গ উদ্বেলিত হওয়ার (সময়)। তা তিনি ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡ** (সূরা আল্ মু'মিন: ৬১) **এ (আয়াতে) প্রকাশ করেছেন।”** অর্থাৎ, আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। কাজেই দু'টি বিষয় রয়েছে। প্রথমতঃ নিজে মান্য করান যা পবিত্র কুরআন স্বয়ং বলেছে। দ্বিতীয়তঃ কখনো কখনো বান্দার মাঝে উচ্ছাস সৃষ্টি করেন আর বলেন, তুমি আমার কাছে প্রার্থনা করো, আমি অবশ্যই কবুল করব।

তিনি (আ.) বলেন, **“অতএব মু'মিনের এই দু'টি বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা উচিত। সূফীরা বলেন, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত কেউ কামেল দরবেশ হয় না বরং (একথাও) বলেন, সূফী সময়-ক্ষণ না বুঝে দোয়া করে না।”** তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, **“মোটকথা, দোয়ার এই বিভাজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, কখনো আল্লাহ্ তা'লা নিজের কথা মানাতে চান আবার কখনো তিনি মেনে নেন। এ বিষয়টি অনেকটা বন্ধুত্বের সম্পর্কের মতো। আমাদের মহানবী (সা.) দোয়া কবুলিয়্যতের মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত আর এর বিপরীতে সন্তুষ্টি ও ঐশী সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার ক্ষেত্রেও তিনি সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।”** অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা যেখানে তাঁর (সা.) অনেক দোয়া কবুল করেছেন আর দোয়া কবুলিয়্যতের অনেক মহান নিদর্শনও রয়েছে। (তন্মধ্যে) এমন কিছু নিদর্শনও রয়েছে যেখানে {মহানবী (সা.)} অনেক কষ্ট পেয়েছেন কিন্তু তিনি (সা.) পরম ধৈর্যের সাথে তা সহ্য করেছেন এবং সানন্দে তা বরণ করে নিয়েছেন।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, **“যারা দরবেশ ও খোদা প্রেমিকদের কাছে আসেন তাদের অধিকাংশই শুধুমাত্র পরখ ও পরীক্ষা করার জন্য আসেন। তারা দোয়ার প্রকৃত মর্মই জানে না।”** তারা আসলে তাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। তারা দোয়ার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে অনবহিত। যেভাবে

জনৈক ভদ্রলোক লিখেন যে, এখন করেন না কেন। "এজন্য সম্পূর্ণ লাভ হয় না। বুদ্ধিমান মানুষ এথেকে লাভবান হয়... । যারা দোয়ার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত তারা ধোঁকা খেয়েছে অর্থাৎ, তারা দোয়ার বিভাজন সম্পর্কে অনবহিত।" (মলফূযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬৭-১৬৮, আল্ হাকাম, ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯০২) অর্থাৎ, এ বিষয় সম্পর্কে অনবহিত যে, আল্লাহ্ তা'লা কখনো মেনে নেন আবার কখনো মানেন না। যখন মানেন না তখনও নিজ বান্দার জন্য অন্য কোন উপকরণ সৃষ্টি করে দেন।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"তোমাদের মধ্য থেকে যার জন্য দোয়ার দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে এর অর্থ হলো, তার জন্য রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে যা কিছু প্রার্থনা করা হয় তার মধ্যে তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর মহানবী (সা.) বলেন, দোয়া সেই বিপদের মোকাবিলায় কল্যাণকর যা চলে এসেছে আর তার মোকাবিলায়ও যা আসন্ন। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমাদের জন্য দোয়ার (পথ) অবলম্বন করা আবশ্যক।"** {সুনান তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাওয়াত, বাবু দু'আন্ নবিয়্যী (সা.)}
এরপর ভিন্ন একটি রেওয়ায়েতে মহানবী (সা.) বলেন, **"পুণ্য ছাড়া অন্য কিছু আয়ু বৃদ্ধি করতে পারে না। আর দোয়া ব্যতীত অন্য কোন কিছুই ঐশী তকদীর বা নিয়তির বিধানকে টলাতে পারে না। আর নিশ্চয় মানুষকে তার অপকর্মের কারণেই রিয্‌ক থেকে বঞ্চিত করা হয়।"** (সুনান ইবনে মাজাহ্, মুকাদ্দমা বাব ফিল কাদ্‌র)

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, তিনি (সা.) বলেছেন, **"আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে দোয়ার চেয়ে সম্মানিত আর কিছুই নেই।"** (তিরমিযী, আবওয়াবুদ্ দাওয়াত, বাবু মা জাআ ফী ফাযলিদ্ দু'আ)

, যখন নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হবেন তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমি অবশ্যই প্রার্থনা শুনি কিন্তু শর্ত হলো, বান্দা যেন আমার নির্দেশ পালন করে। তাই আত্ম-বিশ্লেষণ করুন এবং আমরা সবাই যদি আত্মজিজ্ঞাসা করতে থাকি তাহলে জানা যাবে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ কতটুকু পালন করি। এই আত্ম-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আপনা-আপনিই দোয়া গৃহীত না হওয়ার শংকা দূর হয়ে যায়। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে প্রার্থনাকারীর সম্মানিত হওয়ার কারণ হলো, সে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর সমীপে বিনত হয়, তাঁর সকাশে উপস্থিত হয়; তাঁর কাছে প্রার্থনা করে আর এতে কোন লৌকিকতা থাকে না। সে-ই সম্মানিত যে তাঁর সন্তুষ্টির খাতিরে সবকিছু করছে আর তা গোপনেও করে আবার প্রকাশ্যেও করে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"পাপ এমন এক কীট যা মানুষের রক্তের সাথে সংমিশ্রিত কিন্তু এস্তেগফারের মাধ্যমেই এর চিকিৎসা হতে পারে। এস্তেগফার কী? এটি হলো কৃত পাপকর্মের মন্দ ফলাফল থেকে খোদা তা'লা যেন সুরক্ষিত রাখেন। যেসব পাপকর্ম এখনো সম্পদিত হয় নি কিন্তু মানুষের বৃত্তির মাঝে যা বিদ্যমান তা সম্পাদিত হওয়ার উপলক্ষই যেন না আসে।"** মানুষের মাঝে (সেই ক্ষমতা) বিরাজমান থাকলেও মানুষ যেন কখনো তা না করে। এ জন্যই

এস্তেতেগফার করা উচিত। **"আর ভেতরে ভেতরে যেন জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়।"** এস্তেগফারের কারণে তা যেন সেখানেই ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, **"এটি খুবই ভয়ানক একটি সময়। তাই তওবা ও এস্তেগফারে রত থাকো এবং আত্মজিজ্ঞাসা করতে থাকো। সকল ধর্ম ও জাতির মানুষ এবং আহলে কিতাবগণ বিশ্বাস করে যে, সদকা ও খয়রাতের কল্যাণে বিপদাপদ দূর যায় তবে, শাস্তি অবতরণের পূর্বে (করতে হবে)। কিন্তু শাস্তি অবতীর্ণ হয়ে গেলে তা আর কখনোই দূর হয় না।"** (বর্তমানে) পৃথিবীর যে দূরাবস্থা! এজন্যও আমাদের অনেক দোয়া করা উচিত এবং এস্তেগফার করা উচিত। প্রত্যেক আহমদী এখেকে নিরাপদে থাকুন। **"অতএব, তোমরা এখন থেকেই এস্তেগফার করো এবং তওবা করতে আরম্ভ করো যাতে তোমাদের পালা না আসে আর আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে সুরক্ষা করেন।"** **(মলফূযাত ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৮। আল্ বদর, ২৪ এপ্রিল, ১৯০৩)** আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি এবং নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সদকা ও আর্থিক কুরবানী করার এবং বেশি বেশি দোয়া করার তৌফিক দান করুন।

একটি দুঃখজনক সংবাদও রয়েছে। জামাতের এক প্রবীণ শুভাকাঙ্ক্ষী মহিলা মোহতরমা মজীদা শাহনেওয়ায সাহেবা গতকাল মৃত্যুবরণ করেছেন, **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**। তিনি হযরত নওয়াব মুহাম্মদ দ্বীন সাহেবের সাহেবযাদী ছিলেন যিনি রাবওয়ার জমি ক্রয় এরপর পরিকল্পনা ইত্যাদির অনুমোদন লাভের জন্য অনেক কাজ করেছেন। আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার এই মূল্যবান কাজের জন্য তার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। মোহতরমা মজীদা বেগম সাহেবা নিজেও আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে সর্বদা প্রথম সারিতে ছিলেন। (তার) জামাতের সেবা সম্পর্কে আমি যে প্রতিবেদন পেয়েছি লাজনা ইমাইল্লাহ্ সেটি (Verify) বা যাচাই করে নিবেন। (তিনি) দিল্লী, করাচী এবং লণ্ডনে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন এবং এক-তৃতীয়াংশ (সম্পদের) ওসীয়্যত করেছিলেন আর নিজের জীবদ্দশাতেই হিস্যায়ে জায়েদাদ প্রভৃতির সম্পূর্ণ অংশ পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। এছাড়া খলীফাদের পক্ষ থেকে তাহ্‌রীককৃত বিভিন্ন আর্থিক কুরবানীতে তিনি বেশি বেশি অংশগ্রহণ করেছেন।

আরেকটি বিশেষ কথা হলো, চতুর্থ খিলাফতের শুরুর দিকে তার স্বামী মরহুম চৌধুরী শাহ্‌নেওয়ায সাহেব মেধাবী শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র সমীপে একটি মোটা অঙ্কের অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার করেছিলেন যা তিনি দিতে থাকেন। আর তার মৃত্যুর পর তার সহধর্মিণী মোহতরমা মজীদা শাহনেওয়ায সাহেবাও তা নিজের এবং স্বামীর পক্ষ থেকে অব্যাহত রাখেন। কেবল অব্যাহতই রাখেননি বরং এই অঙ্কের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর এখন পর্যন্ত এই অর্থ থেকে শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে এবং অনেক ছাত্র-ছাত্রী এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। আর যেমনটি আমি বলেছি, এই শিক্ষা তহবিল গঠন করা হয়েছিল। বিশ্বের বিভিন্ন

দেশের শত শত শিক্ষার্থী এই তহবিলের সহায়তায় আমেরিকা অথবা ইউরোপে এসে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছে। এছাড়াও অনেক দরিদ্র শিক্ষার্থীকেও প্রতি বছর (এই তহবিল থেকে) সাময়িক সাহায্য এবং শিক্ষাবৃত্তি দেয়া হয়। উপরন্তু তাদের যে তহবিল ছিল তা থেকে ভারতবর্ষ, নেপাল এবং আফ্রিকায় কোন কোন বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য গ্রান্ট প্রদান করা হয়। তো এটি তার পক্ষ থেকে একটি সদকায়ে জারীয়া ছিল। আর হাজার হাজার শিক্ষার্থী এর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই সদকায়ে জারীয়া সদা অব্যাহত রাখুন এবং এই সদকা তাদের পদমর্যাদা উন্নতির কারণ হতে থাকুক।

তিনি দরিদ্রদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং অজ্ঞাতসারেও তাদের অনেক সাহায্য করতেন। নিজের আত্মীয়-স্বজনের মাঝে সবার প্রিয়ভাজন ছিলেন। আর তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্যও তিনি অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, কেননা তার যে আত্মীয়-স্বজনেরই আমার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে তারা সবাই একবাক্যে তার প্রশংসাই করেছেন।

আহমদীয়া খিলাফতের সাথেও তার একটি বিশেষ ও ঐকান্তিক ভালোবাসা, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। একইভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পরিবারকেও গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং ছোট-বড় সবাইকে অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন। আর্থিক দিক দিয়ে আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি যত বেশি অনুগ্রহ করেছেন ঠিক সেই পরিমাণ বিনয় তার মাঝে সৃষ্টি হয়েছে। আর আমরা এই দৃশ্য বর্তমানে কেবল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতেই দেখতে পাই। (সাধারণত) মানুষের কাছে অর্থবিত্ত আসলে বিনয়ের পরিবর্তে মাথা নষ্ট হয়ে যায়।

বিত্ত-বৈভব তাদেরকে সদকা ও খয়রাত এবং জামাতের খাতিরে আর্থিক কুরবানীতে আরও অগ্রগামী করেছে। আর আমি আর্থিক কুরবানী, দোয়া এবং সদকার যে বিষয় বর্ণনা করেছি অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে এসব কিছু করো; এক্ষেত্রেও তিনি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন; মাশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'লা তাদের সন্তান-সন্ততি এবং পরবর্তী প্রজন্মকেও তাদের মতো এভাবেই তাঁর সৃষ্টির সেবা করার তৌফিক দান করুন আর জামাতের খাতিরে আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও প্রথম সারিতে থাকার তৌফিক দিতে থাকুন এবং তাদের সকল সৎকর্মকে সর্বদা তাদের সন্তানদের ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, **মানুষের প্রতিটি কর্মের যে প্রভাব তার মৃত্যুর পরে পৃথিবীতে টিকে থাকে তা তার জন্য সওয়াবের কারণ হয়।** এরপর তিনি (আ.) বলেন, সদুদ্দেশ্যে কৃত সকল কর্ম যদি এমনভাবে করা হয় যেন তা তার (মৃত্যুর) পরও অব্যাহত থাকে তাহলে তা তার জন্য সদকায়ে জারীয়াস্বরূপ। যেমনটি আমি বলেছি, বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় তাদের সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে। এটিতো একটি সদকায়ে জারীয়া আর খোদা তা'লা করুন এটি যেন অব্যাহতও থাকে এবং আল্লাহ্ তা'লা তাদের সন্তান-সন্ততিকেও এর তৌফিক দান করুন। মাশাআল্লাহ্; তাদের

সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যত প্রজন্মেরও তাদের তরবীয়তের কল্যাণে জামাত ও খিলাফতের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে আর বিশ্বস্ততার সাথে এই সম্পর্ক তারা রক্ষা করছেন। আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতেও তাদেরকে তৌফিক দিতে থাকুন। তারা তাদের পিতামাতার কৃত কুরবানীকে ধরে রাখবেন যেন এসব কুরবানীই তাদের পদমর্যাদা উন্নতির কারণ সাব্যস্ত হয়।

(খুতবাতে মসরূর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮৪৭-৮৬৪)
(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)